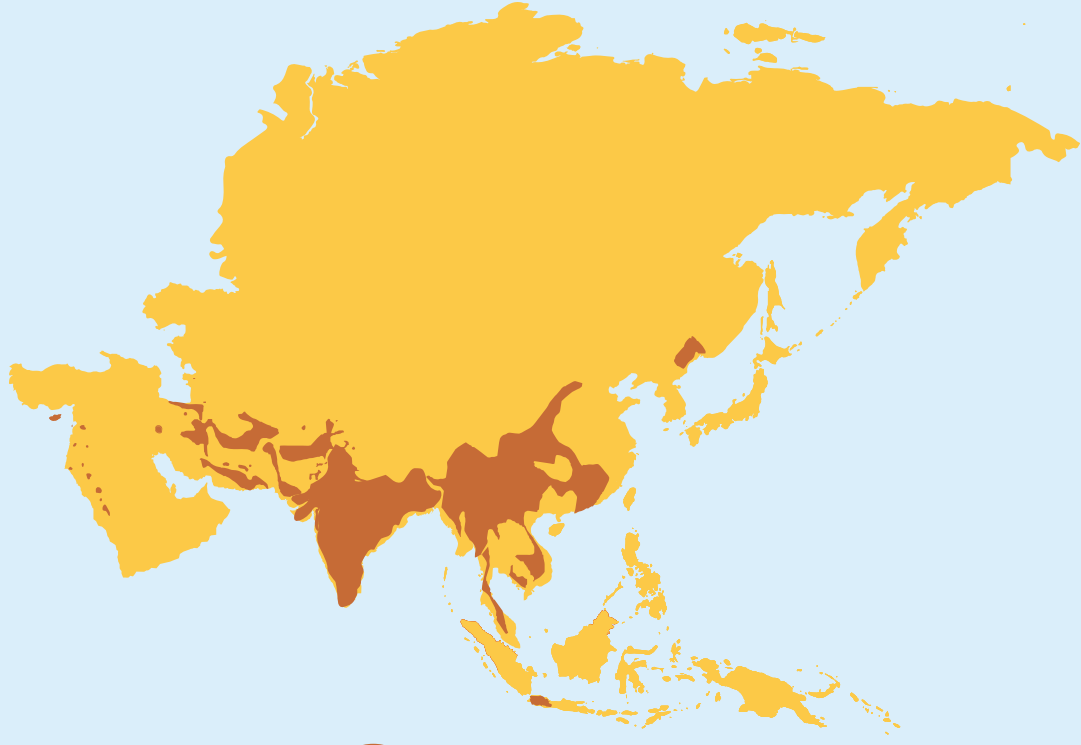
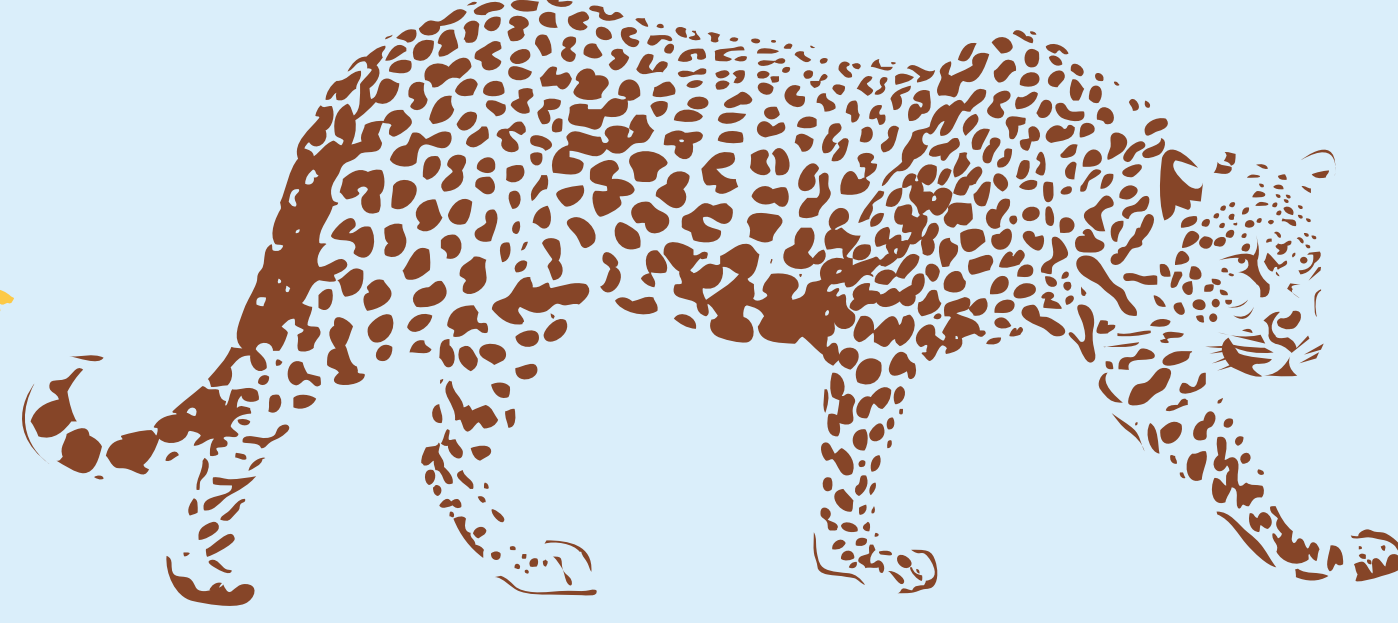


চিতা বাঘ



এশিয়ায় বাসস্থান



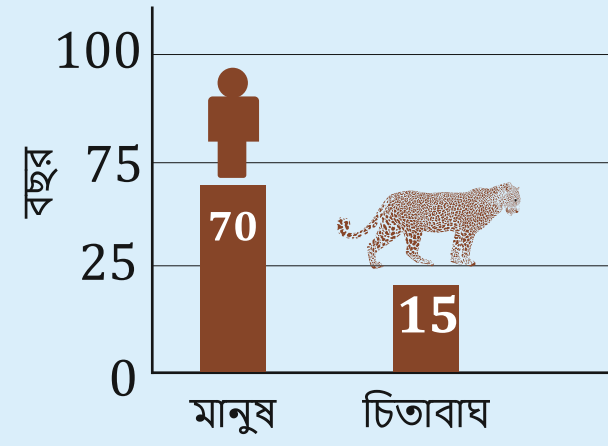
ভারতে জনসংখ্যা
১২০০০-১৪০০০
অবস্থা: দুর্বল



প্রজনন

- শিকার প্রজাতির জন্মের শিখর প্রজনন মৌসুমের সাথে মিলে যায়
- সারা বছর প্রজনন করতে পারে, ডিসেম্বরে প্রজনন সর্বোচ্চ হয়

গড় জীবদশায়

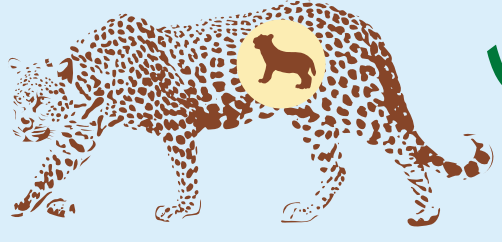


প্রজনন বয়স

মহিলা ১৪-৩৬ মাস

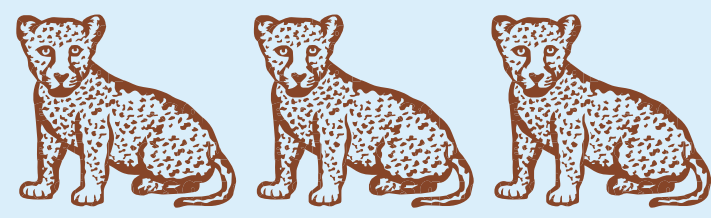
পুরুষ ২৪-২৮ মাস

গর্ভধারণকাল



৩ - ৩.৫ মাস → প্রতি মহিলা প্রতি ২-৩ বছরে প্রসব করে

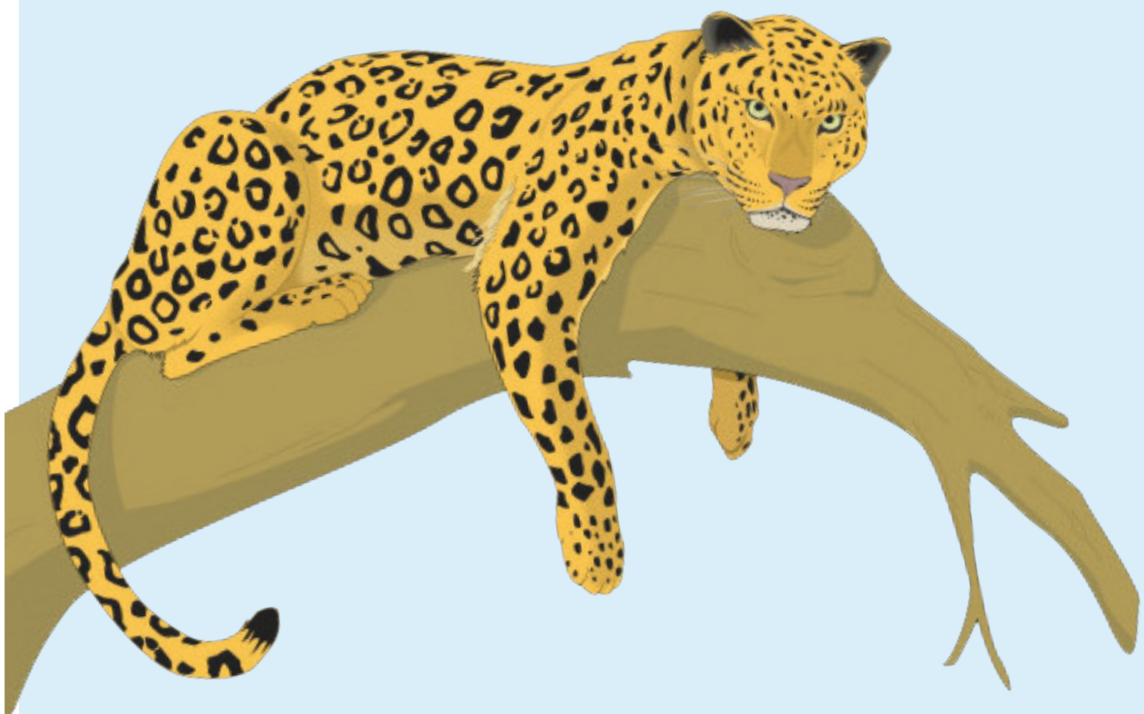
চিতা বাঘের বাচ্চা



প্রতি প্রসবে ২ - ৩ জন

- নির্জন এবং আঞ্চলিক প্রাণী
- প্রাথমিকভাবে নিশাচর কিন্তু দিনের বেলা সক্রিয় হতে পারে
- যোগাযোগের জন্য ঘ্রাণ চিহ্ন এবং কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে এবং অঞ্চল চিহ্নিত করতে গাছের আঁচড় ব্যবহার করে
- ত্ত্ব পাতা শিকারী, শিকারকে আড়াল করতে এবং আক্রমণ করতে ঝোপঝাড় বা অন্ধকারের সাহায্য নিয়ে থাকে
- শিকার সনাক্ত করতে গাছের উপর ব্যবহার করে। গাছপালার আড়ালে শিকার করে
- বড় প্রাণীদের গাছের উপরে টেনে আনার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী
- ভালো সাঁতারু, জলে মাছ ও কাঁকড়া শিকার করতে পারে
- অত্যন্ত অভিযোজনযোগ্য, মানুষের ব্যবহারযোগ্য এলাকার কাছাকাছি বসবাস করতে পারে যেখানে গাছপালা আবরণ বিদ্যমান
- কুকুর এবং অন্যান্য প্রাণীদের আক্রমণ করে যারা খোলা আবর্জনার স্তূপে আকৃষ্ট হয়

তুমি কি জানো?



চিতা বাঘের কালো দাগ থাকে যাকে রোজেট বলে, যা তারা ছদ্মবেশে ব্যবহার করে

এমনকি মেলানিস্টিক চিতা বাঘেরও দাগ থাকে, যা শরীরের কালো রঙের কারণে সহজে দেখা যায় না

বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে চিতা বাঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা মানুষকে খাদ্য, জল এবং অন্যান্য সংস্থান সরবরাহ করে

চিতা বাঘ সুবিধাবাদী প্রাণী এবং যে কোনও ছোট প্রাণী, অনুপস্থিত শিশু বা বৃদ্ধ লোকদের আক্রমণ করতে পারে

বেশিরভাগ মানুষের আক্রমণ দুর্ঘটনাজনিত কারণে অথবা চিতা বাঘকে ঘেরাও বা আবদ্ধ করার কারণে ঘটে

তারা বেশিরভাগই সহজ শিকার পছন্দ করে। যখন প্রাকৃতিক শিকার পাওয়া যায় না তখন তারা গবাদি পশু বা কুকুর খায়

চিতা বাঘ এবং মানুষের দ্বন্দ্বের একটি বড় কারণ পশু সম্পত্তি কে বনে চরানো

চিতা বাঘ আঞ্চলিক প্রাণী। বনের ক্ষতির কারণে, চিতা বাঘ অন্যান্য শক্তিশালী এবং ছোট চিতা বাঘের দ্বারা বর্জিত হয়ে মানুষের বসতির দিকে এগিয়ে যায়

ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনে ইন্দো-জার্মান সহযোগিতা
২০১৭-২০২৩
একটি সমন্বয়পূর্ণ সহাবস্থান গ্রহণে
ভারতে মানব-বন্যপ্রাণী সংঘাত প্রশমনের পদ্ধতি



Implemented by
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

